আমেরিকার গল্পঃ রঙ দিয়ে যায় চেনা

আব্দুর রহমান আবিদ

“আমার ঘোল্ সবচেয়ে ভাল”- বাজারের তাবৎ ঘোল্ বিক্রেতার প্রত্যেকের দাবী যদিও সন্দেহাতীতভাবে তাই, কিন্তু বাস্তবে সবার ঘোলই কি আর খেতে অত সুস্বাদু? তবে পাড়ার ভোজনরসিক গোপাল কিম্বা আচারী পন্ডিত মশাই যদি বাজারের কারো ঘোল্ চেখে তা ভাল বলেন, তাহলে ঐ ঘোল্ যে খানিকটা ভাল হওয়ার কথা, তা বোধহয় আশা করা যায়- হোকনা ঐ ঘোল্ বিক্রেতা বাজারে নতুন নাকি পুরাতন।

‘অঙ্কুর প্রকাশনী’র ইফতেখার সাহেবের সাথে গতবার এক-আধটু ইমেইল চালাচালি হয়েছিল। সেই ভরসায় এবার ফোন করলাম। উনি অফিসে ছিলেন না। ওনার এক সহযোগী ফোন ধরলেন। সুদূর আমেরিকা থেকে ফোন করেছি জেনেও গলার স্বরের ঝাঁঝ তিনি সামান্যও কমালেননাঃ

: কি নাম বললেন?
: জ্বি, আব্দুর রহমান আবিদ।
: বই বের করতে চান?
: জ্বি।
: তা, বইয়ের বিষয়বস্তু কি?
: জ্বি, ছোট গল্প। অবশ্য, ঠিক ছোট গল্প বোধহয় একে বলা যাবেনা, আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে আমার ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লেখা ছোট ছোট গল্প বলতে পারেন।
: ও! (পরিষ্কার উপেক্ষার সুর গলায়)! না রে ভাই, ওসব আমরা ছাপাইনে।

ভদ্রলোক খটাস করে লাইন কেটে দিলেন। লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার আজীবনের গোপন বাসনাটুকু যখন ধূলোয় মিশে যাবার উপক্রম, তখন মিলন দা’র সাথে ফোনে কথা বলে নিবিড় আঁধারে যেন একটু আশার আলো দেখলাম। উনি বইয়ের বিষয়বস্তু শুনে খুব একটা আগ্রহ না দেখালেও বেশ আন্তরিকভাবেই কথা বললেন আমার সাথে। আমেরিকার কোথায় থাকি, পেশা কি, কবে থেকে লেখালেখি করছি, এর আগে কোনো বই-টই বের করেছি কিনা,...... অনেক খোঁজ-খবর নিলেন। মিলন দা (মিলন কান্তি নাথ) ‘অনুপম প্রকাশনী’র স্বত্তাধিকারী। ফোন ছাড়ার আগে বইয়ের পান্ডুলিপির একটা হার্ড কপি পাঠাতে বললেন- উনি পড়ে দেখবেন ছাপার মত কিনা।

মিলন দা’র সাথে কথা বলার বেশ অনেকদিন আগে ‘মুক্তধারা প্রকাশনী’র সজিব সাহার সাথে ইমেইলে যোগাযোগ হয়েছিল। আমার অনুরোধে ভদ্রলোক স্যাম্পল্ হিসেবে গোটা কয়েক গল্প পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল, হার্ড কপি পাঠাতে হবে এবং নিজ থেকে ওনাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করা যাবেনা। ওনাদের নিয়োজিত জুরি বোর্ড লেখাগুলো পড়ে দেখবেন এবং তাদের পছন্দ হলে ওনারাই সময়মত আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। দেশে আমার এক ভায়রাকে দিয়ে গোটা পাঁচেক গল্প আমি মুক্তধারাকে পাঠিয়েছিলাম গতবছরের এপ্রিল/মে মাসে। সেপ্টেম্বরের শেষতক নাগাদ মুক্তধারার পক্ষ থেকে কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম, ‘ফেল্’। অক্টোবরের মাঝামাঝি হঠাৎ করেই অভাবিতভাবে সজিব সাহার জরুরী ইমেইল পেলাম, মুক্তধারা আমার বই প্রকাশে আগ্রহী। এবং শুধু আগ্রহীই নয়, বেশ ভালই আগ্রহী। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে অনুপম প্রকাশনীর সাথে আমার সব কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে! হ্যাঁ, মোট চৌদ্দটা ছোট গল্প নিয়ে এবারের বই-মেলায় বের হচ্ছে আমার সারাজীবনের স্বপ্ন, লেখক হিসেবে আমাকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দানকারী, আমার প্রথম প্রকাশিত বই- “আমেরিকার গল্পঃ রঙ দিয়ে যায় চেনা”।

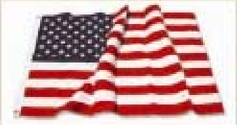

আমেরিকার গল্প

রঙ দিয়ে যায় চেনা

আব্দুর রহমান আবিদ

আমেরিকার গল্প : রঙ দিয়ে যায় চেনা । আব্দুর রহমান আবিদ

লেখক পরিচিতি

আব্দুর রহমান আবিদ জন্ম : ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭, যশোর। বাল্যকাল কেটেছে ঝিনাইদহ শহরে এবং গ্রামের বাড়ি, কাস্টসাগরা'য়।
পিতা : মরহুম আব্দুস সামাদ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও
মাতা : মরহুমা মাহমুদা বেগম গৃহিণী ছিলেন।
স্কুল ও কলেজ : প্রথমে ঝিনাইদহে ও ৭ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট); মাস্টার্স ইন এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জাপান। ২০০০ সালে ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চ শিক্ষার্থে (পি.এইচ.ডি) আমেরিকায় গমন। উচ্চতর শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই চাকরিতে যোগদান।
স্ত্রী : গোপালগঞ্জের মেয়ে, সাঈদা সিদ্দিকী লাকী, গৃহিনী। ২ ছেলে ও ১ মেয়ে : তালহা, ফাত্‌মা, জুবেইর।
পেশা : চাকরি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)।
সখ : বইপড়া, লেখালেখি ও ভ্রমণ।
লেখালেখি : ক্যাডেট কলেজের দেয়াল পত্রিকা ও বাৎসরিক ম্যাগাজিনে লেখার মাধ্যমে লেখালেখির জগতে প্রথম হাতেখড়ি। এরপর বুয়েটে এসে অনিয়মিত হলেও পুরোপুরি থেমে থাকেনি লেখালেখি। হল ম্যাগাজিনে ও শফিক রেহমানের 'মৌচাকে ঢিল' পত্রিকায় দু'চারটে লেখা ছাপা হয়েছিল বুয়েটে পড়াকালীন সময়ে। আমেরিকায় এসে নতুন করে আবার শুরু হয় লেখালেখি-মূলত বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে। সদালাপ, ভিন্নমত, ই-মেলা, এন.ওয়াই.বাংলা, ইত্যাদি ই-ফোরামগুলোয় একসময় নিয়মিত ছাপা হতো এসব লেখা।
বর্তমান ঠিকানা-টেম্পি, এ্যারিজোনা, ইউ এস এ।
ই-মেইল : abid921@yahoo.com

আমেরিকার গল্প : রঙ দিয়ে যায় চেনা | আব্দুর রহমান আবিদ

তো, এই বই বের হওয়ার সাথে ঘোলের কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, পাড়ার ভোজনরসিক গোপাল কিম্বা আচারী পন্ডিত মশাই বাজারের কারো ঘোল্ চেখে তা ভাল বললে, তা যেমন ভাল হওয়ার খানিকটা সম্ভাবনা থেকেই যায়, তেমনি 'মুক্তধারা প্রকাশনী'র মত নন্দিত একটা প্রকাশনী কোনো বই প্রকাশের আগ্রহ দেখালে তা যে খানিকটা ভাল হওয়ার কথা, তা বোধহয় আশা করা যায়- হোকনা সেই লেখক বইপাড়ায় পরিচিত নাকি অপরিচিত।

--- On **Tue, 10/20/09, sajib saha <*muktadhara1971@yahoo.com*>** wrote:

From: sajib saha <muktadhara1971@yahoo.com>
Subject: Message from Muktadhara regarding book
To: "Abdur Rahman Abid" <abid921@yahoo.com>
Date: Tuesday, October 20, 2009, 4:00 AM

Hello Mr. Abid

How Are You?

We have recently got comment from our jurry board regarding your stories, given to us. Our jurry board is happy with your style of writing.

By this time we have communicated with your local representative/relative, he told me that, you have already made agreement with "Anupam" prokasoni, to publish this book from there. If that is true then we have nothing to say.

Then what can u do, is that send the other brand new stories for us. If we can publish that in boi-mela 2010, we must contact with you shortly.

Thanks.
Sajib Saha
Executive Director

মিলন দা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বইয়ের দাম ১২০ টাকা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছেনা? একেবারে নতুন লেখক, এত দাম দিয়ে কেউ কি বই কিনতে চাইবে?" উনি বললেন, "'রঙ দিয়ে যায় চেনা' গল্পটায় বেশ কয়েক পৃষ্ঠা কালার ফর্মা থাকছে; এ দাম না রাখলে কষ্টিং-এ কোনোভাবেই পোষানো যাবে না"। হ্যাঁ, দামটা হয়ত একটু বেশীই। তবে এটুকু প্রতিশ্রুতি অন্তত দিতে পারি, "you won't regret"। বই-মেলার প্রথম দিনেই (অর্থাৎ পহেলা ফেব্রুয়ারীতেই) বইটা বের করবেন বলেছেন মিলন দা। বই-মেলায় গেলে, 'অনুপম প্রকাশনী'র ষ্টলে আমার প্রথম প্রকাশিত বইটা খোঁজ করতে ভুলবেননা যেন। আর হ্যাঁ, বইটা পড়ে ভাল লাগলে, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের তা জানাতে ভুলবেননা যেন। প্লিজ।

বিনীত,

আব্দুর রহমান আবিদ
১ ফেব্রুয়ারী, ২০১০